২৫

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...29. SEP.. 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ... ৭......

# কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালুর কি হলো?

শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রকল্প এবং বোর্ডসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও রশি টানাটানির ফলে সরকারি কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালু করার প্রক্রিয়া ভেস্তে যেতে চলেছে। ৫৬টি সরকারি কলেজে চলতি বছর থেকে এই কোর্স চালু হবার কথা ছিল এবং কলেজগুলো মোটামুটি প্রস্তুতিও নিয়েছিল। কিন্তু তারপরেও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতার কারণে সম্ভবত তা হচ্ছে না। ফলে এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা কম্পিউটার কোর্স নিতে আগ্রহী তারা যেমন অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে, তেমনি রয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারি কলেজের প্রশাসনও। কারণ প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়া কলেজ কর্তৃপক্ষ এই কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করতে পারছেন না।

''নির্বাচিত সরকারি কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালুকরণ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ'' প্রকল্পে ১শ' ৫৪টি সরকারি কলেজ রয়েছে। এই প্রকল্পের জন্যে বরাদ্দ রয়েছে ২৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। চলতি বছরে ৫৬টি সরকারি কলেজে কোর্সটি চালু হবার কথা। এ জন্যে প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়েছে। কলেজগুলোতে কম্পিউটার দেয়া হয়েছে। প্রতি কলেজ থেকে দু'জন করে শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। কম্পিউটার বিষয়ক প্রয়োজনীয় বইপত্র এবং আসবাবপত্রও সরবরাহ করা হয়েছে। শিক্ষা অধিদপ্তর ও প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রকল্পভুক্ত কলেজগুলোকে এ কোর্স চালুর জন্যে বার বার তাগিদ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু অনুমোদনের বেড়াজালে আটকে পড়ায় কলেজগুলোতে এ বছর থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালু করা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কারণ কলেজগুলোতে কোর্স চালু করার অনুমতি দেবে বোর্ডসমূহ। রহস্যজনক কারণে বোর্ডসমূহের কলেজ পরিদর্শক কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স খোলার জন্য প্রকল্পভুক্ত কলেজগুলোকে অনুমোদন দিচ্ছে না। এ সম্পর্কে সহযোগী একটি দৈনিক জানিয়েছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ পরিদর্শকদের খুশি করতে না পারায় তারা অনুমোদনের বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখছে। এই খবরেই জানা যায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে জনৈক কলেজ অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, কোর্স খোলার ব্যাপারে পরিদর্শকদের কাছে চিঠি লেখা যায় কিন্তু তাদের খুশি করা সম্ভব নয়।

আমাদের জানা মতে, প্রকল্পভুক্ত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষরা এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যেই রয়েছেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রী ভর্তি শুরু হয়ে যাবে। আগামী অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে লেট ফাইন ছাড়া ভর্তির কাজ শেষ করতে হবে। আমাদের প্রশ্ন, কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালু করার বিষয়টি এখনও সমাধা না হলে আর হবে কবে? কারণ ভর্তির সময়েই ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পাঠ্য বিষয়সমূহ বাছাই করে ফেলে। সুতরাং অনুমোদনহীন এই কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করলে পরবর্তীতে তাদেরকে ফাইনাল পরীক্ষায় সেন্টআপ করা যাবে না। এ অবস্থায় কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন ঝুঁকি নিতেও পারছেন না। অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের ভিতর থেকে ক্রমাগত চাপ আসছে। আমরা সমস্যাটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে চাই। এক্ষেত্রে কলেজ পরিদর্শকদের খুশি করার বিষয়টি নিয়ে যে কথা উঠেছে সেটি আসলে কতখানি সত্য কর্তৃপক্ষ তাও খতিয়ে দেখবেন আমরা তা চাই।

সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কম্পিউটার জ্ঞান বিকাশের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন তা ভন্ডুল করার ধৃষ্টতা কারো থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি না। তাহলে কেন সব কিছু বিলম্বিত হচ্ছে? আমরা বলব, পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫৬টি সরকারি কলেজে এ বছর থেকেই কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালু করতে হবে। সেই স্বার্থেই শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রকল্প এবং বোর্ডের মধ্যে সমন্বয়হীনতা কাটিয়ে উঠতে এত সময় নিচ্ছে কেন এবং পরিদর্শকরা কেনই বা এত কালক্ষেপণ করছেন তা ত্বরিত খতিয়ে দেখা হোক।

কোর্স চালু না হলে, কলেজগুলোতে দেয়া কম্পিউটার সেটগুলোর অব্যবহারজনিত যে অপচয় হবে তার দায়ভার কে নেবে? কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে প্রশংসনীয় কাজটি হাতে নেয়া হয়েছে, বোর্ড বা তাদের পরিদর্শকদের খামখেয়ালিপনাতে তা নষ্ট হতে কি দেওয়া যায়?